

ইঙ্গিত



শ্রীকৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরী
প্রণীত

১৩৩২

মূল্য ৯০ আট আনা মাত্র

প্রকাশক
শ্রী প্রমোদবজ্রন ভট্টাচার্য্য,
পোঃ মুক্তাগাছা, (ময়মনসিংহ)

প্রাপ্তিস্থান :-

প্রকাশকের, নিরু', আশুতোষ লাইব্রেরী
(কলিকাতা, ঢাকা ও চট্টগ্রাম), ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স,
এবং কলিকাতা ও ঢাকার অন্যান্য প্রধান প্রধান
পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

Printed by
S. R. Gunny.
at the Alexandra S. M. Press,
Dacca.

বিজ্ঞাপন

লেখাগুলি বড় গল্পের চুম্বক বা Synopsis
নয়, Suggestive বা ইঙ্গিত-পূর্ণ। অল্প
কথায় একটি বিশেষ বস, আংশিকরূপে
একটি চবিত্র, অথবা একটু মনস্তত্ত্ব ফুটাইয়া
তুলিতে চেষ্টা করি। কোনটিতে বা
শুধুই আভাস—গড়িয়া তুলিবার ভার
পাঠকের উপর। কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি,
বলিতে পারি না। কয়েকটি 'সৌভতে'
(মার্চ, ১৩৩১) প্রকাশিত হইয়াছিল।

মুক্তাগাছা—

১৩৩২

এম্বকার

সঙ্গীতগুরু

কুমার শ্রীবৃন্দ বিভেল্লিকিশোর আচার্য্য চৌধুরীকে

— কৃষ্ণদাস

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
স্বদে ...	১
মেয়ে ..	২
পিতৃহীন ...	৩
মায়ের মন .	৫
ভাই বোন .	৬
চুড়ী পরা ..	৭
আম কুড়ান ...	৯
প্রতীকা ...	১০
ভুল .	১১
রাজবন্দী ...	১৩
কালো ...	১৪
নব বিবাহিত ...	১৫
গঙ্গার ঘাটে ...	১৬

১০

আইবুডো	•	•	•	১৮
বাইজী	•	•	•	১৯
বার্ষিক ঘুম	•	•	•	২০
চুড়ীওয়ালা	•	•	•	২১
পুতুল খেলা	•	•	•	২২
ছবস্ত	•	•	•	২৪
ভিক্ষুক	•	•	•	২৫
নুতন লেখক	•	•	•	২৭
দর্শনী	•	•	•	২৯
পিতাপুত্র	•	•	•	৩১
কেরানী জীবন	•	•	•	৩২
চপলা	•	•	•	৩৩
কিরিওয়ালা	•	•	•	৩৪
যোবা	•	•	•	৩৫
স্বদেশ	•	•	•	৩৬
চাকুরের স্ত্রী	•	•	•	৩৭

ଛେଲେ ଓ ବାବା	.	୭୮
ନୂତନ ଶିକ୍ଷକ	' .	୭୯
ସ୍ଵାମୀ ଜ୍ଞୀ ..		୮୦
ବଡ଼ ଲୋକେବ ଯେ	' .	୮୧
ଡାକ୍ତାର ବାବୁ	'	୮୨
ଘୋଡ଼ ମୋଡ଼		୮୪
ଟାନ୍ଦାବ ଖାତା	୧	୮୫
ଉପେକ୍ଷିତା	୮୭
ରୂପୋପଜୀବିନୀ	.	୮୮
ଭିଧାରିଣୀ	.	୯୦
ପଥେର ବାଳକ	..	୯୧
ଅଭାଗୀ	୯୩
ମଞ୍ଜୁଗର	୯୪
ଭିଧାରୀର ଛେଲେ	..	୯୫
ରାଜପୁତ୍ର	୯୬

ইঙ্গিত



স্কুদে

এক ফোঁটা মেখে ।

মা ডাকলেন, “স্কুদে, ভাত খাবি নি ?
আয় ।”

“না ।”

“কেন ?”

“বিশুদাদা যে বল্নে কাল তারা খায়
নি ।”

বিশু ওপাড়ার গরীব বিধবার ছেলে ।



ইঙ্গিত

মেয়ে

- “খোকাকে দিল, আমায় দিল না ?”
মা তিক্তস্ববে বলিয়া উঠিলেন, “মেয়েৰ
আকার দেখ ।”

শৰা একটু নুঁঠিত চাহনী চাতিয়া
বলিলেন, “আব ত’ নেই মা ।”

মেয়ে বাবাব বুকৰ ভিতৰ মুখ গুঁজিয়া
বহিল ।



পিতৃহীন

বাবা বাড়ী আসিয়াছেন—সঙ্গে কত খেলনা। ছেলে মেয়ে সব ‘আমাকে এটা দাও, আমাকে ওটা দাও’ বলিয়া ঘিবিয়া ধরিয়াছে। বাবা সকালের মন বাখিতে একটু বাস্তব হইয়া পড়িয়াছেন।

বাহিরে দরজার পাশে একটি ছেলে চুপ কবিয়া দাঁড়াইয়া ঘাবব ভিতব চাহিয়া-ছিল। বাবা বলিলেন,—“ও কে, মিনু ?”

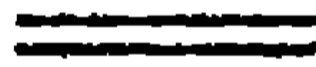
মিনু বড মেয়ে, একটু বুদ্ধি শুদ্ধি হইয়াছে, বলিল,—“বাঃ, ওকে চেন না ? বমুদা। ওর বাবা নেই।”

ইঞ্জিত

বাবা একটি লাল কাঠৰ বল তুলিয়া
লইয়া ছোলাটোক ডাকিয়া দিলেন। খোকা
আকাৰেৰে স্বৰে বলিয়া উঠিল, “ওটা আমাৰ
—আমি দেব না।”

মিনু কহিল, “ছিঃ। তোৰ ত’ দুটাই
বাহেছে।”

বাবা মোহকে আদৰে বুকেৰ ভিতৰ
জড়াইয়া ধৰিলেন।

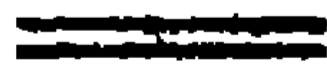


আমায় মন

খোকা 'আমায় দাও' 'আমায় দাও'।
বলিয়া বায়না ধবিয়াছিল। মা'র আঁক সহ
হইল না, এক চড় লাগাইয়া নিজেই মুখ ভাব
করিয়া বসিয়া বহিলেন।

একটু পবে মা সেই জিনিষটি খোকায়
হাতে তুলিয়া দিলেন। খোকা হাত শিথিল
করিয়া রাখিয়াছিল—জিনিষটি মাটিতে পড়িয়া
গেল। মা চুপ করিয়া বহিলেন।

কিছুক্ষণ যাইতে না যাইতেই মা
খোকাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া চুমার পর
চুমা খাইতে লাগিলেন।



ইন্দ্ৰিত

ভাইবোন

“আমায় একটা দেনা, দিদি ৭” বোন ছাদে উঠিবাব সিঁড়িব কোণে বসিয়া কমলা-লেবু খাইতেছিল। ভুক কুঞ্চিত কবিয়া বনিয়া উঠিল “যাঃ—এখন থেকে চলে যা বন্দি।”

ভাই মুখ ভাব কবিয়া চলিয়া যাইতেছিল। “যাচ্ছিস্ কোথা আবাব ৭ দাঁড়া।” বোন ভাইকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া কমলাব কোষগুলি ভাল কবিয়া ছাড়াইয়া একটি করিয়া ভা'ষেব মুখে আবাব একটি নিজেৰ মুখে তুলিয়া দিতেছিল।



চুড়ী পরা

“চুড়ী চা-ই—বাবা চা-ই—”

“চুড়ীওলা এদিকে এস।”

মেয়েটি সদব্দবজা খুলিয়া ডাকিল।

চুড়ীওযালা কলতলাব আঙ্গিনায় তাহাব বাঁকা নামাইল।

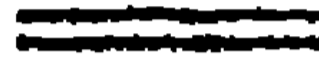
“বোস, দিদিকে ডেকে আনি।” দিদি আসিলেন। দু’হাত ভৰিয়া চুড়ী পরিয়া খুকী দিদির আঁচল ধরিয়া টানিতে লাগিল।

“দিদি, তুইও পব্বি, আঘ।”

“ছিঃ, আমাকে যে পব্বতে নেই।”

ইঞ্জিত

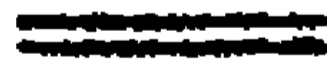
সাদা থানেব কাপাডব দিকে চাহিয়া
চুডাওয়ালাব 'চোখ দু'টিও ছলছল কবিয়া
উন্মিল ।



আম কুড়ান

আম বাগানে পাডাব ছেলে মেয়েব
ভিড । হঠাৎ বড উঠিল । বাণী কান্দকান্দ
স্ববে বলিল, “আমাব বড ভয় পাচ্ছে ।”
বড ভাই যতীন বলিল “হ্যাঃ—থুকা ।” দল-
পতি রামেশ বাণীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল ।
এ মেয়েটিকে বক্ষা কবিবার ভাষ বিশেষ
ভাবে যেন তাহার উপবই ।

যতীন বলিল, “না কুডুলে আঁব পাবি
কোথা ?” “আমি দেব ।” বলিয়া বমেশ
বাণীর হাত ধরিয়া বাডী পৌঁছাইয়া দিতে
চলিল ।

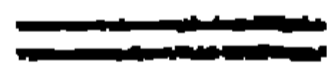


ইন্দ্ৰিত

প্ৰতীক্ষা

পূজাব ছুটি। পূৰ্বন বাঙ্গলাব এক
পল্লীগৃহ আজ একটি কিশোৰী কাহাব
প্ৰতীক্ষায় উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে।

গোয়ালন্দৰ যাত্ৰী গাডাব সঙ্গে এক-
খানা মালগাডাব ঠোকাঠুকা হইয়া গেল।
কৈ আজ আব ত কেহ আসিল না।



ভুল

“ওগা ?

“কেন ?”

“ডাক্তার ডাকবে কি ?”

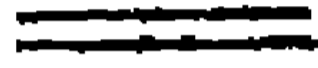
“কিছু নয়, জ্বব একটু বেশী, তা হোক,
আজ তিন দিন, কাল আপনিই সেবে
যাবে।”

এই এত বাত্রে ডাক্তার ডাকিতে
গেলে যে অনেকগুলি টাকাই লাগিবে,—
কথাটা মন নিজেব কাছেও স্বীকার করিতে
চাহিতেছিল না।

“ওঠ—কি হ'ল গো—”

ইঞ্জিত

আঃ—মনে হইতেছিল তাহাব সৰ্ববস্ব
ডাক্তাবেব দবজাব গোডায় ফেলিষা দিয়া
আসে ৬



রাজবন্দী

বন্দী আজ রাজার ককণায় মুক্ত ।
এই ককণায় দান গ্রহণ করিয়া তাহার মন
একটা কুণ্ডায় ভরিয়া গিয়াছিল, তথাপি
গ্রামের এই দ্বি-পরিচিত পথে আসিতে সে
হঠাৎ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল ।

গৃহের আঙ্গিনায় আসিয়া ডাকিল—
“মা ।” মা ছুটিয়া আসিলেন । বাবা
বলিলেন, “লক্ষ্মীছাড়া কে দূর করে দাও ।”
বোন্ গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়া
দাঁড়াইল ।



ইঞ্জিত

কালো

• প্রথম যখন চাবি চম্ভুব মিলন হইয়াছিল, তখন স্নবেশেব চোখে কালোকে ভালই লাগিয়াছিল। তাবপব যতই দিন যাইতে লাগিল ততই মনে হইতে লাগিল, এ কালো নয—আলো।

একদিন কালোর মা তাঁহাব বিদ্ৰাতেব মত মেযে গৌবাকে লইয়া এখানে আসিলেন। পর দিনই স্নবেশ পবাঙ্কাব পড়া কবিত্তে হইবে বলিয়া কলিকাতা চলিয়া গেল। কালো ভাবিল, কৈ কালও ত' যাবার কথা কিছু বলেন নি।



নববিবাহিত

নববিবাহিত যুবা একলা বিছানাযে ছট্
ফট্ কবিত্তেছিল। মলেব কণুবুণু আর শোনা
যায না।

ক্রমে বাদীর সকল কোলাহল থামিয়া
গেল—মল বাজিয়া উঠিল।

অঙ্গে একখানি সঙ্কুচিত স্পর্শ অনুভব
কবিল—তথাপি সে ঘুমেব ভাণ করিয়া পাশ
ফিবিয়াই বহিল।

কতক্ষণে কোন সাড়া না পাইয়া বধুব
ঘুম ভাঙ্গাইতে বুখাই চেষ্ঠা কবিয়া ভাবিল,
এবাব সেও সত্যই ঘুমাইয়া পড়িবে। কিন্তু
ঘুম আর আসিল না।

ইঞ্জিত

গঙ্গার ঘাটে

গঙ্গার ঘাটে, বাঁশের ছাতার নীচে,
উড়িয়া ব্রাহ্মণটি বসিয়া থাকিত। সামনে
তিলক মাটি, ছাপ, পিতলের ঢাকনা দেওয়া
ছোট আবসী, চন্দন, এই সব। দিদিমার
সঙ্গে নাইত আসিবা খুঁকা রোজ সকালে
ইহাব কাছেই তিলক পবিয়া যাইত।

বেলা বাড়িয়া গেল, আজ মেঘেটা বা
তার দিদিমার দেখা নাই। অনেক ছেলেমেয়ে
আসিল, দু'একজনকে সে তিলক পরাইয়াও
দিল—কিন্তু যেন নিতান্তই অনিচ্ছায়।

আবও বেলা বাড়িল। একটা মেঘের
হাত ধবিয়া মা সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

ইঞ্জিন

মেযেটির মুখের দিকে চাহিয়া ছোট্ট একটি
নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, “মু আজ পারিব
না।”



ইঞ্জিত

আইবুডো

••বাবার রাত্রে ঘুম হয় না। মা কথায় কথায় বিবস্ত্র হইয়া উঠেন। বাডীব সবাই বলে “বুডো খুব্বা।” পড্‌সীরা বলে, “রাজপুত্ৰ আস্ছে।” গেধে ভাবে, আমার কি দোষ ?

বাবা তাহাব ম্লান মুখখানি দেখিলেই স্নেহে মাথায় হাত বুলাইয়া দেন, আব যেন কি ভাবেন।



বাইজী

আজ তাহার অঙ্গের প্রত্যেকটি ভঙ্গীতে
 ভাব যেন কপ ধাবতেছিল। কি এক
 বেদনায় গলাব স্বব কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে
 ছিল, স্রবেব ভিত্তর দিয়া কি একটা মিনতি
 কাহার উদ্দেশে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল,
 কে জানে ? মুখেব উপব হইতে সমস্ত
 কলুষেব ছাপ আজ নিঃশেষ মুছিয়া ফেলিল
 কি কবিয়া ?

সে যে দিকে চাহিয়া তাহার সমস্ত
 বেদনাকে নিবেদন কবিতেছিল, হঠাৎ সেদিকে
 একটা গোল উঠিল। কে যেন মূর্চ্ছিত
 হইয়া পড়িয়াছে !

ইঙ্গিত

বাবার ঘুম

“আঃ জ্বালাতন কবলে—ঘুমুতে দেবে না দেখ্‌ছি।” মা চাব বছরের ছেলেকে থামাইবার জন্য বুথাই চেফটা কবিতেছিলেন। বাবা ছেলেকে জোবে ধমকাইয়া দিলেন। ছেলে থামিল, বাবা ঘুমাইয়া পাড়লেন।

সকালে উঠিয়া দেখিলেন, ছেলে জ্বরের ঘোরে এলাইয়া পড়িয়াছে। সমস্ত মন গ্নানিতে ভবিয়া গেল।



চুড়ী ওয়ালা

সুন্দর হাত দু'খানিতে চুড়ী পরাইতে
গিয়া চুড়ীওয়ালা যেন কেমন হইয়া গেল ।
চোখ ভবিয়া হাত দু'খানিই দেখিতেছিল—
মুখেব দিকে ভাকাইবার অবসর ঘটে নাই ।

অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে । চুড়ী-
ওয়ালা প্রতিদিন অন্ততঃ দু'তিনবার কবিয়া
এই গলিতে যাওয়া আসা কবে । সেই
বাদীটার সামনে আসিয়াই জোরে বলিয়া
উঠে—“চুড়ী চা-ই—”

এ পর্য্যন্ত সে আর সেই হাত দু'খানিতে
চুড়ী পরাইতে পাবে নাই ।

ইন্ডিয়া

পুতুল খেলা

ছেলেব মা মণিমালা মোযেব মা সাব-
দাক লইয়া বাসি বিযেব আযোজনে ব্যস্ত ।
ছোট দুই টুকুবা কাঠেব উপব বব-কনে
বসিয়া বহিয়াছে—পাশে ‘পুৰোহিত ঠাকুৰ
এক টুকুবা ছেঁডা আসনে বসিয়া বহিয়াছেন ।

দাদা ডাকিল, “মণি,—পেযাবা খাবি
চ’ ।” মণি ভাবিল—বোসেদের বাগানের
পেযাবাগুলি কিন্তু বেশ ।—তবে বাসি বিযে
—তাবপব কডি খেলা—

“না দাদা, এখন যাব না ।”

একটু পবেই ও পাদার ফণী আসিয়া
ডাকিল, “মণি ।”

ইঞ্জিত

মণি ছুটিয়া বাহিব হইয়া আসিল ।
সাবদাক কেহ ডাক নাই, তবুও সে ফণীব
পাশে আসিয়াই দাঁড়াইল ।



ইঞ্জিত

দুৰ্ভাগ

ছেলোক আৰু কিছুতেই বশে বাখা
যায় না। ছেলেবেলায় গাছে গাছে পেয়াবা
পাডিয়া বেড়াইত, জল দেখিলেই ঝাঁপাইয়া
পড়িত। বুৰিত না, হাত-পা-ই ভাঙ্গে, কি
ডুবিয়াই মবে। আজকাল, কোথায কলেবা
হইয়াছে—গেল সেবা কবিত্তে, কোথায
স্নানের যোগ—গেল স্বেচ্ছাসেবক হইয়া।
নিজেৰ মরণটা বলিয়াও ভয় নাই। বাপ ত
ভাবিয়াই আকুল। এমন সময় ছেলে আসিয়া
বলিল, “বাবা, কাল তাকেশ্বৰ যাব।”



ভিক্ষুক

“বাবা, একটি পয়সা—।”

“ষা, যা, খেটে খেতে পাবিস্ নে ?”

বাবু ব্যাঙ্কের খাতাখানি পকেটে ফেলিয়া মোটর চড়িয়া ঘোড়দৌড়েব মাঠের দিকে চলিয়া গেলেন ।

সামনের ছোট একতলা বাডীটির ভিতর হইতে একটি ছেলে কয়েকটি পয়সা হাতে করিয়া নাচিতে নাচিতে বাহির হইয়া আসিল । ভিক্ষুককে বিমুখ হইয়া যাইতে দেখিয়া একটু দাঁড়াইল, তারপর ছুটিয়া গিয়া পয়সা কয়টি তার হাতে গুঁজিয়া দিল ।

ইঞ্জিত

বাড়ীৰ ভিতৰ প্ৰবেশ কৰিতেই বাৰা
বলিলেন, “খাবাৰ কোখাৰ ?”

“আনি নি।”

“পয়সা ?”

বাৰাৰ চোখৰ দিকে চাহিয়া ছেলেটি
আব কিছু বলিতে সাহস পাইতেছিল না ।



নূতন লেখক

ছয় বছরের শিশু — একদিন তাব জ্যেষ্ঠ-মহাশয়ের হাতে একখানা কাগজ দিয়া বলিল, “জ্যেষ্ঠা ম’শায়, আমিও তোমাব মত লিখতে পারি।” জ্যেষ্ঠা মহাশয় খুলিয়া দেখিলেন, বড বড হিজিবিজি অক্ষরে লেখা বহিয়াছে— “কোন নগবে একটি কুকুর ছিল। তাব পাঁচটি ছানা ছিল। এক বাঘ আসিয়া ৪টি ছানা খাইয়া ফেলিল। কুকুবটি কাঁদিত লাগিল। যে ছানাটি বহিল, সেটি বড হইল। বাবার কথা শুনিত, জ্যেষ্ঠা ম’শায়েব কথা শুনিত, মায়েব কথা শুনিত। খুব ভাল হইল।”

ইঙ্গিত

জ্যেষ্ঠা মহাশয় শিশুকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, “বেশ হয়েছে। তুমি আমাব চেয়েও ভাল লিখতে পার।”

“ধেৎ।”

দিদিমা বলিলেন, “সবাইকে তোমার লেখা দেখতে দিলি, আমাকে দিলি নে?” শিশু গম্ভীর মুখে তার কোঁকড়া চুল শুদ্ধ মাথা ঝাঁকাইয়া বলিল, “নাঃ—আব কেউ হাসে নি - তুমি হাসবে।”

দর্শনী

“ডাক্তার বাবু—ডাক্তার বাবু ।”

“আঃ—এত বাত্রে কে হে তুমি ?”

“আজ্ঞে, আমি ও পাড়াব যত্ন ।”

“ডবল ভিজিট দিতে হবে—এনেছ ?”

“এনেছি ।”

“তবে চল ।”

আর এক দিনের কথা । কত ঔষধ
খাওয়ান হইল, ডাক্তার বাবুর ছেলেটির
ব্যারাম আব ভাল হয় না । গিন্নি বলিলেন,
“একবার সাধু বাবাব কাছে যাও না ।”

দীঘির ধারের বটগাছ তলায় সাধু ধুনী
জালিয়া, চোখ বুঁজিয়া বসিয়াছিলেন । ডাক্তার

ইঙ্গিত

বাবু প্রণাম কবিয়া জোড় হাতে দাঁড়াইয়া
বহিলেন । সাধু আর চোখই মেলেন না ।
ছেলাটি বলিল, “আবে বাবু, গাঁজাকো বাস্তে
দোঠো কপৈযাতো চটাও ।”



পিতাপুত্র

পুত্র বিদেশে চাকরী কর। নিঃসঙ্গ, গৃহ ভাল লাগিতছিল না, পিতা পুত্রের কর্মস্থলে চলিয়া গেলেন। কিছু দিন যাইতে না যাইতেই বুঝিলেন, বধূর মন ভাবী হইয়া উঠিয়াছে। পিতা বাড়ী চলিয়া আসিলেন।

অনেকদিন বাপের খবর পায না, ছেলের মন উতলা হইয়া উঠিল। একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া একাই চলিয়া আসিল এবং পিতাকে সকালের ভ্রমণ শেষ করিয়া ফিবিতে দেখিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।



ইন্ডিয়া

কেবলানী জীবন

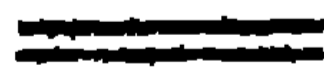
দুধের দাম বাকী ছিল—গোয়াল দুইটা
কড়া কথা শুনাইয়া গেল। একটা ভুল
হইয়াছিল—ব্লাউজ্ আনিত্তে পারেন নাই—
গৃহিণী মানে বসিলেন। 'মান ভাঙ্গাইয়া
যখন দত্তবাবুদের বৈঠকখানায গেলেন, তখন
দেখিলেন চাষের পেয়ালোগুলি সব নিঃশেষ
হইয়া গিয়াছে।



চপলা

সরলাব বিবাহে ভারী ঘট। চপলা চিকের আডাল হইতে বব দেখিবার জন্য উৎসুক নেত্রে চাহিয়াছিল। বব দেখিয়া হঠাৎ তাহাব মনে পড়িয়া গেল, দিদিমাব কাছে শোনা সেই বাজ-পুত্রের কথা।

চপলা পিতৃমাতৃহীনা, সবলা হইতে এক বছরের বড়। দুব সম্পর্কের জ্যেষ্ঠা মহাশয় দয়া করিয়া এ বাড়ীতে স্থান দিয়াছেন। কি ভাবিয়া ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া, বাড়ীর ভিতর যাইয়া সবলাকে সাজাইতে বসিল।



ইতি

কিষ্কিণ্ডমালা

“বাবু এটি বাখন , বেশ জিনিস ।”

“কত নেবে ?”

“দশ আনা ।”

“বড্ড বেশী ।”

একটি ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল,

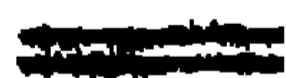
“আচ্ছা, আট আনাই দেবেন ।”

“না, দরকার নেই ।”

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে । কিষ্কি-

ণ্ডমালা মুখ কালি করিয়া উঠিয়া গেল । পয়সা

কয়টি পাইলে আত্মকার আহারটা জুটিত ।



বোবা

বোবা হইলেও তাহাব বিবাহ হইয়াছিল।
 বাপের বাড়ীতে সে সবার কাছেই ইঙ্গিতে
 তাহার সকল ভাব প্রকাশ করিতে পাবিয়াছে।
 এ নূতন লোকটি কি বুঝিবে? ইহাব
 সংস্পর্শে আসিয়া তাহাব মনে যে একটা
 নূতন ভাব জাগিয়াছে, তাহাকেই প্রকাশ
 করিবাব জন্য সে বিশেষ ভাবে ব্যাকুল হইয়া
 উঠিয়াছিল।

লোকটি তাহার চোখের দিকে তাকা-
 ইয়া থাকে,—কিছু ধরিতে না পারিয়া তাহার
 দেহটিকেই জড়াইয়া ধরে। বোবা ভাবে,
 হযত বুঝাইতে পারিয়াছি।

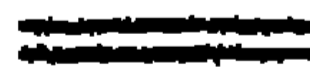
ইঙ্গিত

স্বদেশ

নবেশ বি, এ, পাশ করিয়াই বিলাত
চলিয়া গেল। পবানীন এ দেশ—তাহার
চাই স্বাধীনতার মুক্ত বাতাস।

সকলই সে পাইয়াছে, কিন্তু আজকাল
শুধু একটি অভাব বোধ করিতেছে। সে
চায় প্রাণেব সঙ্গ। এবার মুক্তি চায় না—
চাহে সে বন্ধন।

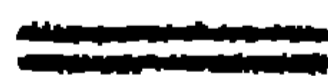
একদিন সে হঠাৎ ফিবিয়া আসিয়া
এদেশের মাটিকেই সবলে আঁকড়াইয়া
ধবিল।



চাকুরের স্ত্রী

সময়ে রান্না হয় নাই, আপিস যাইতে দেবী হইয়া গিয়াছিল। ছুটীব পব বাড়ী আসিতেই কিরণ নিত্যকার মত ছাড়া পোষাক তুলিয়া বাধিতে আসিল।

“নাও, নাও, তোমাকে আব কিছু কবাত হবে না।” কথাব বাঁজ একটু বেশীই ছিল। কিরণ কিছুই বলিল না। পাশের ঘবে, ছেলোট য়েখানে জ্ববের ঘোবে ছট্‌কট্ কবিত্তেছিল—ধীবে ধীবে সেখানে তাহাব মাথার কাছে চুপ কবিয়া বসিল।



ইঙ্গিত

ছেলে ও বাবা

“ ছেলে ভাবে, বাবা শুধু শাসনই
কবেন। বাবা ভাবেন, ছেলে মোটেই কথা
শোনে না।

ছেলের অস্থখ, বাবা ছেলের মাথাব
কাছে বসিয়া বিন্দ্র বজনা কাটাইয়া দিলেন।

ও পাডায় যাত্রা হইতেছিল, ভীমের
বন্ধুতাটা বেশ স্পষ্ট শোনা যাইতেছিল।
ছেলে উঠিয়া পড়িবাব ঘরের দবজাটা বেশ
ভাল কবিয়া ভেজাইয়া দিয়া বই লইয়া
বসিল।



নূতন শিক্ষক

নূতন শিক্ষকটি কবি এবং ভাবুক
 বলিয়া পবিচিত। দুঃখেব সেরা বমেন
 বসিবার কেদাৰায় কালি মাথাইয়া বাথিয়া-
 ছিল। ঘণ্টা ফুৰাইলে শিক্ষক মহাশয়
 দবজাব কাছ যাইতেই সকলে হো হো
 করিয়া হাসিয়া উঠিল। তিনি কিছুই
 বুঝিতে না পারিয়া বিহ্বল দৃষ্টিতে ফিৰিয়া
 চাহিলেন। চাহনীৰ ভিতৰ কি ছিল, কে
 জানে ? বমেনের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই, সে
 ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পায়ে পড়িয়া বলিল,
 “কমা ককন।”



ইন্দির

স্বামী স্ত্রী

“ভালবাস ?”

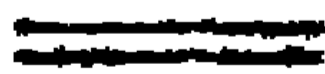
স্ত্রী কিছুই বলিল না , লজ্জাব সঙ্কোচে
চোখ বুঁঝিয়া রহিল ।

কিছু দিন গেল ।

“ভালবাস ?”

স্বামী স্ত্রীর মাথাটি বুকের ভিতর
টানিয়া লইয়া বলিলেন, “বাসি, বাসি, বাসি ।”

অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে । স্বামীর
মনে এ প্রশ্ন আব জাগে না , স্ত্রীর মনে
জাগে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু জিজ্ঞাসা
করে না ।

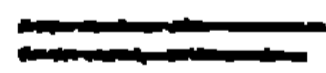


বড় লোকের মেয়ে

বড় ঘরের মোঘ সে, এতদিন অব-
মানিত স্বামীৰ অভাব কিছুই বোধ করিতে
পাবে নাই।

দেহ তাৰ গুৰ্ণ হইয়া উঠিল, হৃদয়ে
কিসেৰ অভাব এ ?

পিতাৰ মৃত্যু হইল, এই দাসদাসী
অটালিকা হইতে সেই ক্ষুদ্র পল্লীগৃহ যে
অনেক শ্রেয়ঃ বলিয়া মান হইতেছিল।



ইন্ডিয়া

ডাক্তার বাবু

হাবাণ ডাক্তার-বাবু পায়েব কাছে
একটি টাকা বাখিয়া প্রণাম কবিল ।

“থাক থাক, দিত হবে না।”

“গবীর বলে—”

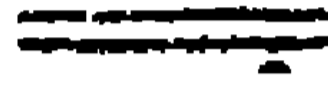
“না না, এই নিচ্ছি।”

ডাক্তার বাবু টাকাটি উঠাইয়া লই-
লেন, হাবাণের মুখে হাসি ফুটিল ।

পৰদিন না ডাকিতেই ডাক্তার বাবু
হাবাণের ছেলেকে দেখিবাব জন্য উপস্থিত ।
পকেট হইতে নিভাস্ত কুণ্ঠিতভাবে এক
কোঁটা সাবু, কিছু আঙ্গুর, কয়েকটি বেদানা,

ইঞ্জিত

ছেলেটির মাথাৰ কাছ বাখিয়া দিলেন ।
হাবাণ অৰাক হইয়া চাহিয়া বহিল । তাহাব
দু' চোখ জলে ভৰিয়া গেল ।



ইঙ্গিত

ঘোড় দৌড়

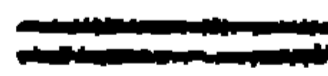
“সই, দুটো টুকা ধাব দিতে পার ?”

“কেন ?”

“ছেলেটাব অসুখ, বেদানা খেতে চাচ্ছে, পথ্যা পাঁচনও কিছু নেই।”

“কাল উনি মাইনে পান নি ?”

“পেয়েছেন, তা নিয়ে সেই গডের মাঠে না কোথায় ঘোঁড়াব বাজী জিঁহুতে গেছেন। বলেছেন, কাল আসুব বেদানা সব নিয়ে আসবেন আর নীলরতন সবকারকে এনে দেখাবেন।”



চাঁদার খাতা

“বন্যা-পাঁড়িতাদব—”

“পাজী, জোচোব, ভণ্ড—এখানে কিছু
হবে না।”

ছেলেটির মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া
বাবু ধমকাইয়া উঠিলেন।

পক্ষ শ্মশ্রু কবেকটি উকীলকে লইয়া
বুদ্ধ রায় বাহাদুর আসিয়াছেন, হাতে এক
খানি মবকো চামডাব বাঁধান খাতা।

“সহবের পতিতাদেব উদ্ধাবেব জন্য
একটি থিয়েটারের স্টেজ—”

“আর বলতে হবে না। আপনার
মত উদার হৃদয়েব উপযুক্ত কাজই বটে।”

ইঙ্গিত

বাবু চাঁদার খাতা টানিয়া বইয়া নিজেব
নামের নীচে অঙ্ক লিখিলেন ১০০০, এক
শতাব টাকা।



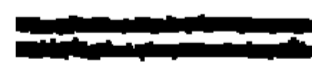
উপেক্ষিতা

“আঃ— যুমুতে দেহেব না ?”

সে ত’ কিছুই কবে নাই, হঠাৎ
স্বামীকে একটু স্পর্শ করিয়াছিল মাত্র ।

দিনে দেখা হইল । সে স্বামীর
দৃষ্টিকে নিজেব দিকে ফিরাইবার জন্য বৃথাই
চেষ্টা করিল । স্বামী ক্র কুঞ্চিত করিয়া
মুখ নামাইয়া চলিয়া গেলেন ।

একদিন স্বামী তাহার কাছে কি
পাইয়াছিলেন ? — আর আজ সে কি
হারাইয়াছে ?



ইন্ডিয়া

রূপোপজীবনী

‘গত বাত্রে বায় বাবুদেব আসবে
একটি তরণের সুন্দর কাঁচা মুখ, সবল বিমুক্ত
দৃষ্টি, তাহাকে বিহ্বল কবিয়া তুলিয়াছিল।
গাইতে গাইতে সে গানের’ পদগুলি তুলিয়া
যাইতেছিল, তথাপি সকলে তাহাকেই
বাহবা দিতেছিল। তাহাব কণ্ঠে কোথা
হইতে এ উন্মাদনা আসিয়াছিল? জানালাব
ধাৰে বসিয়া আজ সে সেই কথাই ভাবিতে-
ছিল।

ইঠাৎ দেখিল বাস্তার ওপাড়ে সেই
তরণ তেমনি বিমুক্ত অথচ সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে

ইন্দি

তাহাব দিকেই চাহিয়া বহিয়াছে । সে
তাতাতাডি উঠিয়া জানালাটা বন্ধ কবিয়া
দিয়া বিছানায লুটাইয়া পড়িল ।



ইঙ্গিত

ভিক্ষাবিনী

আজ সে প্রথম ভিক্ষায় বাহির হইয়াছে। দিবালোকে বড় বাস্তাব ধাবে দাঁড়াইয়া সে সঙ্কোচে মবিয়া যাইতেছিল। তবু হাত যে পাতিতেনৈ হইবে। এক একবার জ্বালাময় দৃষ্টিগুলিকে তাহার সর্ববাস্ত্বে পড়িতে দেখিয়া, সে গলিব ভিতর সরিয়া গিয়া, একটি থামেব আডালে আপনাকে একেবাবে মুছিয়া ফেলিতে চাহিতেছিল। হঠাৎ গাঁধী টুপী পবা একটি তকণ কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাতে কিছু পযসা গুঁজিয়া দিয়া ঝড়ের মতই কোথায় চলিয়া গেল।

পথের বাসক

ছেলেটিকে দেখিতাম মিছামিছি
লাফাইয়া ট্রামের পা-দানের উপর উঠিতেছে,
আবাব নামিয়া পড়িতেছে। কোন দিন বা
খবরের কাগজ ফুরি করিতেছে, আবার
কোন দিন পথে পথে ছেঁড়া ন্যাকড়া কুড়াইয়া
বেড়াইতেছে। কেমন মায়া বসিয়া গেল।
একদিন ডাকিয়া বলিলাম,—

“আমার সঙ্গে যাবি ?”

“যাব।”

দু' দিন পর সকালে তাহাকে আব
বাসায় খুঁজিয়া পাইলাম না। সন্ধ্যার সময়
দেখিলাম হারিসন্ রোডের মোরে পেন্সিল

ইঞ্জিত

ফিবি কবিতেকে । পবনে আমাব দেওয়া
কাপড জামাব পবিবর্তে একখানি ছেঁড়া
ময়লা কাপড ।



অভাগী

সুখে দুঃখে এক রকমে দিন কাটিয়া
যাইত । একদিন সে নিতাস্তই অসহায়
হইয়া পড়িল । তখন দাসীবৃত্তি ছাড়া অন্য
পথ পাইল না । এ কাজ তাহার দ্বাৰা বেশী
দিন চলিল না , কাৰণ, তাব দুটি শত্রু ছিল,
এক তৰুণ বয়স, আৰ—একটু লাৰণ্য ।
আঃ । সে যদি সব বিষয়েই বিকৃত হইতে
পাৰিত ।

ইন্ডিয়া

সওদাগর

বৃদ্ধ সওদাগর, পিছনে কুলীব মাথায়
বড় বড় গাঁঠরা, সঙ্গে তাহার ছোট ছেলে।
ছেলেটির বয়স বঁচব দশেক, ফুটফুটে রং,
আপেলের মত দুটি গাল।

“মাকে ছাডিয়া আসিতে পারিল ?”

“মা ত’ নাই।”

বঁচব ঘুবিয়া গেল। সওদাগর আবার
আসিয়াছে, সঙ্গে ছেলে নাই। জিজ্ঞাসা
করিলাম,—

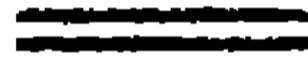
“ছেলে কোথায় ?”

“খোদাকা মরজি—” এই বলিয়া চুপ
করিল। ভাল বুঝিতে না পারিয়া আবার

জিজ্ঞাসা করিলাম, “অত দূবে সেই লাহোবে
ছেলেকে বাখিয়া আসিতে পাবিলে ?”

“লাহাব হইতও কত বেশী দূরে সে
বহিয়াছে তাহা ত’ জানি না।”

তাদাতাড়ি একখানা শাল তুলিয়া
লইয়া বলিল,—“জুব, দেখুন কি সুন্দর
বিনাওটের কাজ।”



ইন্সিড

ভিখাৰীৰ ছেলে

শীতকাল। ছেলেটিকে তাড়াইয়া দিয়া সকাল হইতেই বাবুৰ মনটা কেমন খ্ৰুখ্ৰু কৰিতেছে। একখানা পুৰাণ কাপড়ই ত' চাহিয়াছিল।

বৈকালে বেড়াইত গিয়া কি যেন দেখিয়া বাবুৰ ঘোড়া চমকিয়া উঠিল। দেখিলেন রাস্তাৰ পাশে, ঘাসের উপৰ সেই ছেলেটির অন্ধ নয় দেহ পড়িয়া বহিয়াছে। গাড়ী থামাইয়া তাহাৰ জ্বৰেৰ ঘোৰে অচেতন দেহ তুলিয়া লইয়া আপন বাটীৰ দিকে গাড়ী চালাইয়া দিলেন।



রাজপুত্র

রাজপুত্র আর আসেন না। লোক
জন সব পাথর হইয়া বহিয়াছে, একলা বাড়া
দিন বাত থম্ থম্ করিত গাংক। ফুল
ফটিয়া কবিয়া পড়ে, পাখা ডাকিয়া ডাকিয়া
গামিয়া যায়, আলো ফটিয়া আঁধারে পবিণত
হয়—রাজপুত্র আর আসেন না। রাজকন্যা
দিন বাত দবজা খুলিয়া বাথেন—কি জানি
কখন আসিয়া পড়েন।

সে দিন বাত্রে ঝড়, জল, বজ্র, বিদ্যুৎ
পৃথিবীটাকে সেন লগুভগু কবিয়া দিতছিল।
রাজকন্যা দবজা বন্ধ কবিয়া দিলেন। এমন
দিনে কে আর আসিবে ? হঠাৎ দবজায় ঘা

ইক্ষিত

পড়িল। বাজকন্যা কোলাহলে জাগিয়া
উঠিয়া দেখিলেন, পাথবগুলি সব মানুষ হইয়া
গিয়াছে।

